প্রশ্নোত্তরে
আক্বীদার মানদণ্ডে
মুসলিম
সংকলনেঃ
মুহাম্মাদ নাজমুল বিন আমানত

প্রশ্নোত্তরে আক্বীদার মানদণ্ডে মুসলিম

মুহাম্মাদ নাজমুল বিন আমানত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

প্রশ্নোত্তরে আক্বীদার মানদণ্ডে মুসলিম

মুহাম্মাদ নাজমুল বিন আমানত
০১৮১৮৪৯৬৬৫৩

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১২

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

মূল্য: ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:
হেরা প্রিন্টার্স.
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায়?

উত্তর : মহান আল্লাহ আরশে আযীমের উপর অবস্থান নিয়েছেন পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে। আল্লাহর নিজের কথাই এর দলিল এই আয়াত দ্বারা-

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○

পরম দয়াময় আরশের উপর সমাসীন।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ○

নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। (আরাফ-৫৪)

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ○

অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচন্ড কংকর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করবেন না? (মূলক-১৭) (ইউনুস : ৩, ফুরকান : ৫৯, সাজদা ৪, যুমার : ৭৫, মুমিনুন ১৬, ৮৬, ৮৭, হাদীদ : ৪, বুরুজ ১৫, মুমিন : ১৫, মূলক : ১৬ এই আয়াতগুলোতে একই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।)

প্রশ্ন : পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ কোথায় ছিল?

উত্তর : পানির উপর, দলিল :

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ○

তিনিই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন তার আরশ পানির উপর ছিল।

প্রশ্ন : কিয়ামতের সময় আরশ কোথায় থাকবে?

উত্তর : وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○

ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে। (হাক্কা-১৭)

হাদীস ঃ মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আসসুলামী (রাঃ) বলেন, আমার একজন ক্রীতদাস ছিল। সে আমার বকরীসমূহ ওহুদ ও জোয়ানিয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী এলাকায় চরাত। একদিন সে এসে বলল যে, একটা নেকড়ে এসে একটা ছাগল নিয়ে গেছে। যেহেতু আমি একজন মানুষ এবং যে যে কারণে মানুষ রাগান্বিত হয় আমিও তা থেকে মুক্ত নই। তাই রাগে

তাকে একটা চড় দিয়ে বসি, তারপর রাসূল (ﷺ) এর নিকটে উপস্থিত হলাম। কেননা ঐ ঘটনা আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি কি তাকে মুক্ত করে দিব? রাসূল (ﷺ) বললেন, তাকে আমার নিকট উপস্থিত কর।

রাসূল (ﷺ) দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন : বলত আল্লাহ কোথায়? সে উত্তরে বলল ঃ আসমানে। তারপর তিনি তাকে বললেন ঃ বলত আমি কে? সে বলল ঃ আপনি আল্লাহ তায়ালার রাসূল। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে মোমেনা।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা সব সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আরশে আযীমে অবস্থান করেন এবং হাদীস খানা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুমিন হবার যে শর্ত তা হলো আল্লাহর নির্দিষ্ট অবস্থান স্বীকার করা। আল্লাহ সর্ব জায়গায় অবস্থান করে বলার মাধ্যমে কেউ মুমিন থাকতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর যে বক্তব্য ফিকহুল আকবার নামক কিতাবে পাওয়া যায় তা বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দেয়। তিনি বলেন, যারা বলে আল্লাহ সব জায়গায় আছে তারা কাফের। যারা বাকারা ১৮৬ নং আয়াত ও কাফ ১৬ নং আয়াত দ্বারা দলিল দিতে চায় যে আল্লাহ সৃষ্টির সাথে থাকেন অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান, তাদের জন্য ১টি উদাহরণ যথেষ্ট তা হলো- কোন দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি যখন বলেন: জন সাধারণের যে কোন বিপদে বা প্রয়োজনে আমরা তাদের সাথে আছি- এর দ্বারা কি কেউ এ রকম বুঝবে যে সে তাদের সাথে সব সময় অবস্থান করে বা সে সব জায়গায় থাকে। বরং প্রধান ব্যক্তিটি বুঝিয়েছেন যে তার নির্দিষ্ট দপ্তর থেকে জনগণের প্রয়োজনে তার নির্দেশে তার অধীনস্থ কেউ সাহায্য করবেন। তিনি সবার কাছে সশরীরে উপস্থিত হন না।

আল্লাহ তায়ালাও ঠিক তেমনি সশরীরে উপস্থিত হন না। আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান হতেন তবে নবী (ﷺ) কে মিরাজে যেতে হতো না। দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে দেখা হতো।

---

[১] (মুসলিম, আবু দাউদ)

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কি হাত আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মহান আল্লাহর হাত আছে। আল্লাহর নিজের কথাই এর দলিল।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○

আল্লাহ বললেন ঃ হে ইবলীস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (সাদ-৭৫)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ○

নিশ্চয় যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। (ফাতহ- ১০)

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَنِ ○

বরং আল্লাহর উভয় হাত উন্মুক্ত প্রসারিত। (মায়েদা-৬৪)

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِيْنِهِ ○

কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং গোটা আসমান থাকবে গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। (যুমার-৬৭)

হাদীস ঃ হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাত ধারণ করেছিলাম এমন সময় ১টি লোক এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ তায়ালার সাথে মুমিনদের কানাকানি হবে এ সম্পর্কে আপনি রাসূল (ﷺ) হতে কী শুনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উত্তরে বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিজের কাছে ডেকে নিবেন এবং তাকে তার এমনই কাছে নিবেন যে, স্বীয় হস্ত তার উপর রেখে দিবেন এবং লোকদের হতে তাকে পর্দা করবে না। তারপর তার গুনাহসমূহ স্বীকার করিয়ে নিবেন। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করবেন: তোমার পাপ কর্মের কথা মনে আছে কি? এভাবে তিনি তাকে প্রশ্ন করতে থাকবেন এবং সে স্বীকার করতে থাকবে আর সে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ভীত বিহবল হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে মহান আল্লাহ তাকে বলবেন; দেখো দুনিয়ায় আমি তোমার এসব গুনাহকে ঢেকে রেখেছিলাম এবং আজ আমি

তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম । অতঃপর তাকে তার পূণ্যসমূহের আমল নামা প্রদান করা হবে।[২]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর কি পা আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পা আছে। জাহান্নামকে যখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন : পূর্ণ হয়ে গেছ কি? জাহান্নাম যখন আরো চাইবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পা জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিবেন। জাহান্নাম চুপ হয়ে যাবে।[৩]

لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ : هَلْ مِنْ مَزِيْدٌ، حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى. قَدَمَهُ. فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ، وعِزَّتِكَ وَيُزْوَي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ —

হাদীস ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "জাহান্নামে যতই জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে, জাহান্নাম ততই বলতে থাকবে আরও অতিরিক্ত আছে কি? আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের উপর তাঁর পা রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে যথেষ্ট হয়েছে।[৪]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর মুখমণ্ডল আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালার কথাই এর দলিল :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ○ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ○

ভু-পৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। মহিমাময় রবের চেহারা অর্থাৎ সত্তাই একমাত্র বাকী থাকবে। (আর রহমান ২৬-২৭)

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ○

সে কেবল মাত্র তার মহান রবের সঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে (লাইল : ২০)

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কি চক্ষু আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মহান আল্লাহর চক্ষু আছে আল্লাহর কথাই এর দীলল :

لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ ○

আমি আমার নিকট হতে তোমার (মুসা) উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। (ত্বাহা-৩৯)

---

[২] (ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে কাতাদাহ এর হাদীস হতে এটা তাখরীজ করেছেন।)

[৩] (বুখারী হাদীস নং ৪৮৪৮, মুসলিম ২৮৪৮)

[৪] (মুসলিম ৫০৮৪ নং হাদীস)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ○

(হে রাসূল) আপনি আপনার রবের হুকুমের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি আমার চোখের সামনেই রয়েছেন। (তুর-৪৮)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ○

আর তুমি (নূহ) আমার চোখের সামনে আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। (হুদ-৩৭)

تَجْرِىْ بَاَعْيُنِنَا ○

যা চলত আমার চোখের সামনে (নুহের নৌকা) (কামার-১৪)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কি শোনেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ শোনেন।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন ও সব দেখেন।

প্রশ্ন ঃ মানুষের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি অপর দিকে আল্লাহর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি এদুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ বলেন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

আল্লাহর সদৃশ কোন বস্তুই নেই এবং তিনি শুনেন ও দেখেন। (শূরা-১১)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে কি?

উত্তর ঃ না, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না এবং অদৃশ্যের খবর রাখে না। আল্লাহ নিজে বলেন :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ○

সেই মহান আল্লাহর কাছে অদৃশ্য জগতের সমস্ত চাবি রয়েছে। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই তা জানে না।

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ ○

বলুন- আল্লাহ ছাড়া আসমান ও জমিনের কেউই গায়েবের খবর জানেনা। (নামল : ৬৫)

১৫। প্রশ্ন ঃ দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্নে মহান আল্লাহকে দেখা সম্ভব কি?

উত্তর ঃ না। দুনিয়ার জীবনে মুমিন বান্দাদের পক্ষেও স্বচক্ষে অথবা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন :

قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ ○

তিনি (মুসা) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আমার রব! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। উত্তরে আল্লাহ বলেন : হে মুসা! তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না।

হাদীস ঃ রাসূল (ﷺ) কি আল্লাহকে দেখেছেন? মাসরূক নামে এক তাবেঈ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন- তোমার কথা শুনে আমার শরীরের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। যে একথা বলে যে মুহাম্মদ (ﷺ) তার রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলেছে।[৫]

আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছি আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? উত্তরে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

সেখানে শুধু জ্যোতি ছিল, আমি কিভাবে তাঁকে দেখব?[৬]

রাসূল (ﷺ) বলেন : জ্যোতি হলো তাঁর অবগুণ্ঠন।[৭]

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ○

কোন মানুষের অবস্থা এমন নয় যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন, আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে সে পৌছে দেবে।

হাদীস ঃ রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদেগার আল্লাহকে দেখতে পারবে না।[৮]

---

[৫] (মুসলিম ইংরেজী অনুবাদ, ১ম খন্ড, ১১১-২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৩৭ এবং ৩৩৯।

[৬] (মুসলিম ইংরেজী অনুবাদ, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৪১।

[৭] (আবু মুসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। মুসলিম, ইংরেজী অনুবাদ, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা হাদীস নং ৩৪৩।

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কি মাটির তৈরী?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মাটির তৈরি। আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ○

বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা'বুদ তো একই মা'বুদ। (কাহাফ :১১০)

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

আপনি বলে দিন: পবিত্র মহান আমার রব। আমি তো একজন মানুষ। একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নই। (বনী ইসরাঈল ৯৩ :)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ○

বলুন : আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (ফুসসিলাত – ৬)

প্রশ্ন ঃ হাদীস কত প্রকার?

উত্তর ঃ হাদীস ৪ প্রকার।

১। সহীহ হাদীস।

২। হাসান হাদীস।

এই ২ প্রকার গ্রহণযোগ্য

৩। যঈফ হাদীস।

৪। মওযু হাদীস।

এই ২ প্রকার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর পাঠানো পয়গম্বার সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ রাসূল (ﷺ) বলেন, পয়গম্বার সংখ্যা ১,২৪,০০০।[৯]

প্রশ্নঃ কবর যিয়ারত করা যাবে কি এবং কবরস্থানে কোরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কবর যিয়ারত করা যাবে। কিন্তু সেখানে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না।

---

[৮] (সহীহ মুসলিম)

[৯] (মিশকাত মাসাবীহ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-৫৭৩)

-২

إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيْرَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا لِتَذَكِّرَ كُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا .

আমি তোমাদের কবর যিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন যিয়ারত কর। যাতে এটা তোমাদের ভাল কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১০]

সুন্নাহ হচ্ছে তাদের ছালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা। নবী (ﷺ)– এ কথাগুলো শিখিয়েছেন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ ــ اَسْاَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ــ (اى من عذاب) رواه مسلم

হে বাড়ির বসতকারী মুমিনরা। তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য আযাব হতে মুক্তি চাই।[১১]

কবরস্থানে কোরআন তেলাওয়াত নিষেধ। দলিল :

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ .

তোমরা বাসস্থান সমূহকে কবরস্থান বানাবে না। কারণ শয়তান ঐ সমস্ত বাড়ি হতে পলায়ন করে যেখানে সূরাহ বাকারাহ পড়া হয়।[১২]

এ হাদীস দ্বারা এটাই বোঝা যায়, কবরস্থান কোরআন পাঠের স্থান নয়। বরং বাড়ি তার পাঠস্থান। যে হাদীসে বলা হয়েছে কবরস্থানে কুরআন পাঠ জায়েয তা সহীহ নয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া কাউকে মুর্শিদ বলা যাবে কি?

উত্তর ঃ (কাহাফ ঃ ১৭)

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ○

আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সেই হেদায়াত পায়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, আপনি কখনও তার জন্য কোন সাহায্যকারী (ওলী) ও পথ প্রদর্শক (মুর্শিদ) পাবেন না। (কাহাফ ঃ ১৭)

আল্লাহ ছাড়া কাউকে মুর্শিদ বলা হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ।

---

[১০] (মুসলিম)
[১১] (মুসলিম)
[১২] (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ শয়তান বা কোন খারাপ মানুষ যদি সত্য কথা বলে তবে কি তা মানা যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সত্য গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক । তা যে কেউ বলুক না কেন। দলিল : রসূল (ﷺ) আবু হোরায়রা (রাঃ) কে বায়তুল মালের চৌকিদার বানিয়ে ছিলেন। রাত্রে এক চোর আসে চুরি করতে। তিনি তাকে ধরে ফেললেন। তখন চোর বার বার তার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে শুরু করল এবং তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে শুরু করল। ফলে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিনও আসল। শেষের দিন তাকে ধরলেন এবং বললেন: অবশ্যই তোমাকে নবীর কাছে সোপর্দ করব। সে বলল: আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন একটি আয়াত শিখাব যা পড়লে শয়তান আর তোমার কাছে ঘেষবে না। বললো; কী সেটি?

সে বলল, আয়াতুল কুরসী। যখন আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূল (ﷺ) কে এ ঘটনা বললেন: তখন তিনি রাসূল (ﷺ) বললেন: তুমি কি জান কে ঐ ব্যক্তি? সে শয়তান। তোমাকে সত্য বলেছে, কিন্তু সে চরম মিথ্যাবাদী।[১৩]

প্রশ্ন ঃ ঈমান কি কমে-বাড়ে, না কি নির্দিষ্ট?

উত্তর ঃ মুসলিমদের আকীদা হচ্ছে ঈমান কমে বাড়ে। ঈমানের শাখা প্রশাখা আছে। দলিল–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا ○

মুমিন তো তারাই যাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। (আনফাল-২)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِيْ السَّمَاءِ ○

তুমি কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ কিভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবার যে, তা একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় যার শিকড় সুদৃঢ় এবং যার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে উত্থিত। (ইব্রাহীম : ২৪)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ فَأَفْضَلُ قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِيْقِ ـــ

[১৩] (বুখারী)

ঈমানের ৬৩ হতে ৬৯ শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হল কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।[১৪]

প্রশ্ন ঃ যাদুকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে এবং এ ব্যাপারে করণীয় কী?

উত্তর ঃ যাদু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে তা কুফরী পর্যায়েও চলে যায়। এ ব্যাপারে দলিল :

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ○

নিশ্চয়ই শয়তানেরা কুফরী করেছিল এবং মানুষদের যাদু শিক্ষা দিত। (বাকারাহ : ১০২)

হাদীস ঃ রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ —

তোমরা ৭ ধরনের ধ্বংসকারী কাজ হতে নিজেদেরকে বিরত রাখোঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা।[১৫]

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

যে ব্যক্তি ঐ (যাদু) কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না। (বাকারাহ ১০২ এর শেষ অংশ)

হাদীস ঃ রাসূল (ﷺ) বলেন, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে তার ক্রীতদাসী যাদু করলে তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[১৬]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কি গায়েবের খবর রাখতেন?

উত্তর ঃ না। আল্লাহ বলেন,

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ○

---

[১৪] (মুসলিম)

[১৫] (মুসলিম)

[১৬] (মুয়াত্তা মালিক ইংরেজী অনুবাদ ৩৪৪-৩৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৫১১, ৮৭২ বায়হাকী ৮/১৩৬। আছারটি সহীহ।

(হে মুহাম্মদ আপনি ঘোষণা করে দিন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল মন্দ বিষয়ে আমার কোন হাত নেই। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তাহলে বহু অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ○

হাদীস ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। (তাবারানী, হাসান)

রাসূল (ﷺ) যদি গায়েব জানতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ওহুদের যুদ্ধে, বদরের যুদ্ধে, তায়েফে এবং আরো অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতেন না।

এই বইয়ের শুরুতে যে হাদীসটি আনা হয়েছে তাতে রাসূল (ﷺ) ক্রীতদাসীকে প্রশ্ন করার পর মুমিনার ঘোষণা দেন। যদি রাসূল (ﷺ) গায়েব জানতেন তাহলে প্রশ্ন করতে হতো না। প্রশ্ন না করেই বলতে পারতেন সে মুমিনা।

প্রশ্ন ঃ রাসূল (ﷺ) ও অন্যান্য মানুষের কবরের মাটির মূল্যায়ন কি একই?

উত্তর ঃ হ্যাঁ একই। আলাদা হবার কোন প্রমাণ হাদীস বা কোরআন দ্বারা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ রাসূল (ﷺ) এর কবরকে রওজা মোবারক বলতে হবে এবং কবর বলা যাবে না এ ধারনা কি সঠিক?

উত্তর ঃ না, কোরআন-হাদীস থেকে এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে রওজা মোবারক বলতে হবে। কবর বলা যাবে না এ ধারণাও সঠিক নয়। দলিলঃ

সুফিয়ান তাম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি নবী (ﷺ) এর কবর উটের কুজের ন্যায় (উঁচু) দেখেছেন।[১৭]

এখানে কবর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং আরো হাদীসে কবর শব্দটি সাহাবায়ে কেরাম ব্যবহার করেছেন। তাই আমরাও কবর শব্দটি ব্যবহার করব।

---

[17] (বুখারী ১৩০৮)

প্রশ্ন ঃ অনেকে মুহাম্মদ (ﷺ) ও নামধারী পীর, মুর্শিদ ওলী-আওলিয়াদের অসীলা করে আল্লাহর নিকট দোয়া করে থাকে। এটা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির ওসীলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা নিষেধ বা হারাম। তিনি নবী বা রাসূল হোন না কেন।

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ○

এবং ডাকবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যে তোমার উপকার করে না, অপকারও করেনা, (ইউনুস : ১০৬)

তাছাড়া এই ওছিলা ধরা মুশরিকদের মত কাজ। দলিল :

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّهِ ○

আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর যা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারেনা, তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। (ইউনুস : ১৮)

প্রশ্ন ঃ কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়ানো কি জায়েজ?

উত্তর ঃ না। আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেনঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتَمَثَّلَ النَّاسُ لَهُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ —

যে লোক এটা চায় যে, মানুষ তার সম্মানে দাঁড়াক সে যেন তার ঠিকানা আগুনে করে নেয়।[১৮]

আনাস (রাঃ) বলেন:

وَقَالَ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَاكَانَ شَخْصٌ اَحَبَّا اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَارَاَوْهُ لَمْ يَقُوْ مَوْلَهُ لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنَ كَرَاهِيَتِهِ لَاذٰلِكَ —

সহাবীদের কাছে নবী (ﷺ) থেকে কোন ব্যক্তি বেশী প্রিয় ছিলেন না, তথাপি তারা তাকে দেখলে দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।[১৯]

---

[১৮] (সহীহ আহমদ)

এই হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ অন্য কোন মানুষের উপস্থিতিতে জন্য দাঁড়ালে এ কাজ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবে। তাই নবী (ﷺ) নিজের জন্যও একাজ নিষেধ করেছেন। তাহলে দুনিয়াতে ছাত্র শিক্ষকের জন্য, ছোট বড়র জন্য, দরিদ্র-ধনীর জন্য, অশিক্ষিত-শিক্ষিতের জন্য, কর্মচারী-উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার জন্য কেন দাঁড়াবে।

দাঁড়ানোটা সুন্নাহর বিপরীত। হাত মিলানো বা ছালাম করাটাই সুন্নাহ। এখান থেকে আরেকটি বিষয় প্রতীয়মান যে, মিলাদের নামে যারা দাঁড়িয়ে যায় (কিয়াম) তা বাতিল।

প্রশ্ন ঃ মুসলিমদের জাহান্নাম থেকে বাঁচার ও জান্নাতে যাওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ রাসূল (ﷺ) বলেন:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمْ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ —

তোমাদের মধ্যে আমি দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তাদের আকঁড়ে ধর তবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ এবং যারা তাদের আঁকড়ে ধরবে তা তাদের আলাদা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার হাউযে কাউসারে পানি পান করবে।[২০]

হাদীস : বিদায় হজ্জে রাসূল (ﷺ) উম্মতকে সাবধান করে বলেন

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ —

আমি তোমাদের মাঝে ২টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত তোমরা এদু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই বিভ্রান্ত হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সন্নাত।[২১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۝

---

[১৯] (সহীহ তিরমিযী)
[২০] (সহীহ জামে সগীর)
[২১] (মুয়াত্তা মালিক)

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না (আল ইমরান : ১০৩)

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا امِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ —

একমাত্র আমি এবং আমার সাহাবীদের যারা অনুসরণ করে তারা ছাড়া অন্যরা জাহান্নামী।[২২]

সুতরাং যারা উপরে উল্লেখিত দুটি বিষয়কে ধরবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহকে পেতে হলে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ রাসূল (ﷺ)-কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তার হাদীসকে (বাণী) মেনে নিতে হবে। দলিলঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আপনার উম্মতদেরকে আপনি বলে দিন- তোমরা যদি আল্লাহকে ভাল বাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন আর তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল ইমরান-৩১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) ○

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে। (আহযাব : ২১)

(হে মুহাম্মদ!) আপনার রবের কসম, তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মাঝে সৃষ্ট কোন ঝগড়া বা বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে। (নিসা : ৬৫)

সুতরাং রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহকে পাওয়ার কোন উপায় নাই।

---

[২২] (তিরমিযী হাসান)

প্রশ্ন ঃ রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো কথা কি অন্ধভাবে মানা যাবে?

উত্তর ঃ না, রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। দলিল প্রমাণের মাধ্যমে অনুসরণ করতে হবে। দলিল :

অতএব তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান। তাদের প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ। (নাহল ঃ ৪৩-৪৪:)

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ○ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ○

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যার কাছে কোন কিছু জানতে যাব দলিল সহ জানব। দলিল ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করবো না।

যদি দলিল ছাড়া আলেম বা জ্ঞানীর কথা মেনে নেই তবে তাকেই মানা হলো, রাসূল (ﷺ) কে মানা হলো না। এতে তাকে রব বানানো হলো। দলিল :

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ○

তারা তাদের পন্ডিতদেরকে এবং তাদের সংসার বিরাগী যাজকদেরকে রব বানিয়ে রেখেছে। (তাওবা- ৩১:)

রাসূল (ﷺ) সূরা তওবার ৩১ নং আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। আদি বিন হাতিম বললেন। হে আল্লাহর রাসূল তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগী দরবেশদের রব বানিয়ে নেয়নি। রাসূল (ﷺ) বললেন, তারা হালাল হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলেমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিত। আর এটিই হচ্ছে আলেমদের প্রভু মানার অর্থ।[২৩]

প্রশ্ন ঃ কোন সাহাবীর বা কোন ইমামের অনুসরণ করে তার নামে মাযহাব বানানো যাবে কি?

উত্তর ঃ না। এ ব্যাপারে দলিল হলোঃ

হাদীসঃ সঙ্গে কুরবানী না থাকলে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইফরাদ হজ্জ কে উত্তম মনে করতেন বর্ণনা আছে। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে বর্ণিত আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথা বললে তিনি বলেছিলেন অতি

[23] (তিরমিযী, আহমদ, ইবনে জারীর সহীহ)

সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন আর তোমরা বলছ আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন।[২৪]

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেনঃ

اِذَاصَحَّ الْحَدِيْثِ فَهُوَ مَذْهَبِى —

যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে এ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।[২৫]

আবু হানীফা (র) বলেন

لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَاخُذَ بِقَوْلِنَا مَالَمْ يَعْلَمْ مِنْ اَيْنَ اَخَذْنَاهُ —

আমি কোরআন হাদীসের ফাতওয়া কোন্ দলীলের ভিত্তিতে দিয়েছি তা যে ব্যক্তি অবগত নয় তার জন্য আমার ফাতওয়া অনুসরণ করা হারাম।[২৬]

وَفِى رِوَايَةٍ (حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِىْ اَنْ يُفْتِىْ بِكَلَامِىْ —

আমার উক্তর দলীল যে ব্যক্তি জানে না আমার অভিমত দ্বারা ফাতওয়া দেয়া তার জন্য হারাম।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, রাসূল (সা) ব্যতীত সকলের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়, বিনা বিচারে কারো উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।[২৭]

মানে, রাসূল (ﷺ) এর আদর্শই তার মাযহাব

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُخْطِئُ وَاُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِىْ رَأْيِىْ فَكُلُّ مَاوَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَفَاتْرُكُوْهُ —

আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে, আবার সঠিকও হতে পারে। অতএব তোমরা আমার সিদ্ধান্তকে পুংখানু পুংখানু রূপে পর্যবেক্ষণ করবে। আমার যে সিদ্ধান্তকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূল পাবে তা গ্রহণ করবে। আর যে সিদ্ধান্তকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূল দেখবে তা ছুঁড়ে ফেলবে।[২৮]

---

[২৪] (সহীহ সনদে মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে। দেখুন যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬)

[২৫] (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা ইমাম শারানী (রঃ) এর কিতাব মিযান ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

[২৬] (আল হাশিয়া আলাল বাহরির রাঈক ৬/২৯৩)

[২৭] (ইবনু আবদিল বারর্ জামে গ্রন্থে ২/৯১)

[২৮] (ইবনু আবদিল বারব জামে গ্রন্থে ২/৩২)

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٍ بْنِ اَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى السُّنَّةُ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَر تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ـــ

তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত নূহ (আঃ) এর কিস্তিতুল্য। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে মুক্তি লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে না সে নিমজ্জিত হবে।[২৯]

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, আমার কথা যখন হাদীসের খেলাপ দেখতে পাবে তখন হাদীসের উপর আমল করবে। আর আমার কথা দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করবে।[৩০]

اِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خِلَافِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَدَعُوْا مَا قُلْتُ ـــ

যদি আমার কোন বইয়ে রাসূল (ﷺ) এর হাদীসের সুন্নতের পরিপন্থি কোন সিদ্ধান্ত পাও তাহলে তোমরা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নতকেই গ্রহণ করবে। এবং আমার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে- তোমরা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নতের অনুসরণ করবে, অন্য কারও কথার দিকে নজর দেবে না।[৩১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন : আল্লাহ ও রাসূলের (ﷺ) কথার উপর অন্য কোন লোকের কথার স্থান নাই।[৩২]

رَاَى الْاَوْزَاعِيُّ وَرَاَى مَالِكٌ وَرَاَىْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَاَىْ وَهُوَ عِنْدِيْ سَوَاءٌ وَاِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ ـــ

ইমাম হাম্বল বলেন : আওযায়ী, মালেকের মতামত হোক বা ইমাম আবু হানিফার মতামত হোক সব গুলোই মতামত মাত্র। এর সবটিই আমার কাছে সমান। আসল দলিল প্রমাণ তো হাদীস সমূহেই বিদ্যমান।[৩৩]

---

[২৯] (মিফতাহুল জান্নাত ফিল ই'তিসাম বিস- সুন্নাহ। আল্লামা সূয়ূতী)
[৩০] (মিযান ১ম খন্ড ৬৬ ১৯ পৃষ্ঠা)
[৩১] (মজমু' লিন্‌নববী ১/৬৩)
[৩২] (মিযান ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)
[৩৩] (ইবনে আবদিল বারর্‌ জামে গ্রন্থ পৃ: ২/১৪৯)

رَاى الْاَوْزَاعِى مَالِكٌ وَرَاى اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَاى فَهُوَ عِنْدِىْ سَوَاءٌ فَمَا الْحَجَّةُ فِى الْآثَارِ —

مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ —

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর কোন হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করল সে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হল।[৩৪]

হাদীসের দলিলের কাছে ব্যক্তি মতামত বা মাযহাব টিকেনা এবং এটা ইসলাম পরিপন্থী কাজ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ﷺ) কে এককভাবে অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন মাযহাব বানানো এবং তা মানা হারাম।

প্রশ্ন ঃ ইসলামে কি বৈরাগ্যবাদ আছে?

উত্তর ঃ না। দলিলঃ

হাদীস ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ اِبْتَدَ عُوْهَامَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ —

আর বৈরাগ্য তাতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল। আমি তা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিনি। (হাদিদ : ২৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ ○

হে মুমিনগণ! তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী যাজকদের মধ্যে অনেকে মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। (তওবা : ৩৪)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কি কসম করা যাবে?

উত্তর ঃ না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করলে শিরক হয়ে যাবে দলিলঃ

রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ اَشْرَكَ —

---

[৩৪] (ইবনুল জাওজী মানাকিব গ্রন্থে পৃষ্ঠা ১৮২)।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে প্রতিজ্ঞা করে সে যেন শিরক করল।[৩৫]

কসম করার ব্যাপারে সারধান। কারণ আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের কসম করা হয়ে থাকে। যেমন তোমার মাথায় হাত রেখে কসম করছি। আমার সন্তানের কসম, চোখ ছুঁয়ে কসম করছি।

আর এই সব কসম করার সাথে সাথে শিরক হয়ে যায়।

কাজেই কসম করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন কর।

প্রশ্ন ঃ তাবিজ ঝোলানো বা বহন করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ না। কারণ তাবিজ ঝোলানো শিরক।

দলিল ঃ রসূল (ﷺ) বলেন :

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ ـــ

যে ব্যক্তি তাবিজ পরিধান করল সে শিরক করল।[৩৬]

আব্দুল্লাহ বিন উকাইস থেকে নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন কিছু তাবিজ, সুতা, রিং) ঝুলায় তাকে ঐ বস্তুটির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কোন দায়িত্ব থাকে না।[৩৭]

উকবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) এর নিকট ১টি ১০ সদস্যের দল আসলে, নয় জনের বাইআত গ্রহণ করেন এবং একজন থেকে বিরত হন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। নয় জনের বাইয়াত করলেন আর একজন থেকে বিরত হলেন কারণ কি?

নবী (ﷺ) বলেন, তার গায়ে তাবিজ রয়েছে। তা শুনে সে ব্যক্তি যথাস্থানে হাত প্রবেশ করিয়ে তা কেটে ফেলল। ফলে নবী (ﷺ) তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন : যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় সে শিরক করে।[৩৮]

হাদীস ঃ রুওয়াইকি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাকে বলেছেন, হে রুওয়াইকি! সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ূ লাভ করবে,

---

[৩৫] (ছহীহ, আহমদ)

[৩৬] (সহীহ আহমদ)

[৩৭] (তিরমিযী, আহমদ)

[৩৮] (ইমাম আহমদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন, ছহীহ ৪৯২ ফতহুল মাজীদ)

সুতরাং তুমি লোকদেরকে জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গিরাবন্ধন করে, সুতা ধারণ করে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ﷺ) তার থেকে মুক্ত।[৩৯]

প্রশ্ন ঃ মৃতদেরকে মসজিদে দাফন করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। মসজিদ ইবাদত করার জায়গা। আর মৃতকে দাফনের জায়গা কবরস্থান। এটা শরীয়াহ বিরোধী কাজ। দলিলঃ

রাসূল (ﷺ) এরূপ করার ব্যাপারে বলেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ ، اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ —

হাদীস ঃ ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। কারণ তারা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছিল।[৪০]

প্রশ্ন ঃ গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম কি?

উত্তর ঃ এদুটো সম্পূর্ণ হারাম কাজ।

যারা এদের কাছে যায় তাদের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

হাদীস ঃ গণকের নিকটে কোন ব্যক্তি গমন করে যদি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ দিন ও ৪০ রাত পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।[৪১]

তাদের গণনা সত্য হোক বা না হোক সেটা পরের ব্যাপার। তাদের কাছে যাওয়ার কারণেই এত বড় হুশিয়ারী। তাদের বলা কথার উপর বিশ্বাস করার সাথে সাথে শিরক হবে। কারণ একমাত্র গায়েব জানেন আল্লাহ তায়ালা। এটা আল্লাহর সিফাতে ভাগ বসানো হয়ে গেছে।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ○

সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ তা জানে না (আনআম : ৫৯)

কোন জ্যোতিষীর লেখা রাশি চক্রের প্রতি বিশ্বাস রাখা, নির্ভর করা, তা নিজের পক্ষে যাক অথবা বিপক্ষে যাক, পত্রিকায় উল্লেখিত রাশিচক্র হাসি তামাশার ছলে দেখা কুফরীতে লিপ্ত হওয়া।

---

[৩৯] (আহমদ, নাসাঈ-আরবী)

[৪০] (বুখারী ও মুসলিম)

[৪১] (হাফসা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম সংগৃহীত ইংরেজী অনুবাদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২১১, হাদীস নং ৫৫৪০)

হাদীস ঃ যে কেউ গণকের বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ বিষয়কে অবিশ্বাস করল।[৪২]

প্রশ্ন ঃ মুসলিমদের খলিফা হবে কোন বংশ থেকে?

উত্তর ঃ কুরায়েশ থেকে। দলিলঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِيْ الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ ○

আর আমি অবশ্যই লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দারাই জমিনের অধিকারী হবে। (আম্বিয়া :১০৫)

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ○

আল্লাহ্ ভাল জানেন কার উপর তিনি তাঁর রিসালাত অর্পন করবেন।

(আনআম : ১২৪)

قَالَ عَمْرُوَرِوَايَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ —

হাদীস ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, জনগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে কুরায়শদের অনুসারী। মুসলিমরা তাদের মুসলমানদের এবং কাফেররা তাদের কাফেরদের অনুসারী।[৪৩]

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلنَّاسُ تَبَعٌ لقريش فى الخير والشر —

হাদীস ঃ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী (ﷺ) বলেছেন, লোকজন ভাল-মন্দ উভয় ব্যাপারেই কুরায়শদের অনুসারী।[৪৪]

قَالَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لايزال هذا الامر فى قريش مابقى من الناس اثنان —

হাদীস ঃ আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এ কর্তৃত্ব সর্বদা কুরায়শদের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় দুটি লোকও বেঁচে থাকবে।[৪৫]

---

[৪২] (আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আহমাদ, আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত, সুনানে আবি দাউদ, ইংরেজী অনুবাদ, খন্ড ৩, পৃঃ ১০৯৫, হাদীস নং ৩৮৯৫ এবং বায়হাকী।)

[৪৩] (মুসলিম ইঃ ফাঃ ৪৫৫০, ৪৫৫১)

[৪৪] (মুসলিম ইঃ ফা ৪৫৫২)

প্রশ্ন ঃ মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারে বিশ্বাস করা কি?

উত্তর ঃ কুসংস্কারে বিশ্বাস করা শিরক। কারণ এর দ্বারা নিজে নিজে ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। এতে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়ে যায় আমলের মাধ্যমে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অশুভ "১৩ বেজোড় সংখ্যা"

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۝

কোন বিপদই আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে আসে না। (তাগাবুন : ১১)

হাদীস ঃ আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : হে কুরআন ধারীগণ! তোমরা বেতের সালাত পড়তে থাকো। কেননা আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়, বেজোড়কে ভালবাসেন।

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَوْ تِرُوْا يَا! اَهْلَ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرِ ـــ[৪৬]

হাদীস ঃ

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرِ ـــ

আল্লাহর নিরানব্বইটি (৯৯) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। (বুখারী, মুসলিম বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায় বেজোড় সংখ্যা কখনোই অশুভ হতে পারে না।)

হাদীস ঃ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক। অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক। অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক।[৪৭]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় যে কোন বাধা পাওয়া অশুভ এ ধারণা মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রচলিত একটি শিরকের আমল। এ রকম ঘটার

---

[৪৫] (মুসলিম ই: ফা: ৪৫৫৩)

[৪৬] (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা একে সহীহ বলেছেন)

[৪৭] (তিরমিযী আসসুনান-৪/১৬০, ইবনু হিব্বান আসসহীহ ১৩/৪৯১, আবু দাউদ আসসুনান ৪/১৭)

সাথে সাথে মানুষের অন্তরে একটি ধোঁকা ও ভয়ের সৃষ্টি হয় যেন কোন বিপদ আসছে।

দুপুর বেলা কাক ডাকা, শালিক দেখা, হাত থেকে আয়না পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া প্রচলিত কুসংস্কারের অন্যতম।

রাসূল (ﷺ) কে মুআবিয়া বলেন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা পাখির শুভ অশুভ আলামতকে অনুসরণ করে। রাসূল (ﷺ) প্রত্যুত্তরে বললেন, এ সবই তোমাদের নিজেদের তৈরী। অতএব এগুলো যেন তোমাদেরকে না থামিয়ে দেয়।[৪৮]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করা যাবে কি?

উত্তর ঃ না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করা যাবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُه ٥

তোমরা যা কিছু ব্যয় কর কিংবা যা কিছু মানত কর সব কিছুই আল্লাহ জানেন। (বাকারা : ২৭০)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ٥

স্মরণ কর! ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল হে আমার পালনকর্তা! আমি মানত করলাম তোমার জন্য যা আছে আমার গর্ভে সবকিছু থেকে মুক্ত রেখে। সুতরাং আমার কাছ থেকে তা কবুল কর। (আল ইমরান : ৩৫)

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا

তারা (নেককার) মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের বিপত্তি হবে সুদূর প্রসারী। (দাহর : ৭)

وَلْيُوْا نُذُوْرَهُمْ ٥

আল হাজ্জ্ব ২৯ নং আয়াতেও মানত পূর্ণ করতে বলা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় মানত এর উদ্দেশ্য হবে কিছু হাসিল করা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে যা পরকালীন মুক্তিকে নিশ্চিত করে।

[৪৮] (মুসলিম, ইংরেজী অনুবাদ খন্ড: ৪, পৃ: ১২০৯, ৫৫৩২)

প্রশ্ন ঃ জীবিত লোকের কাছে দোয়া চাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ যাবে। দলিলঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ○

আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য। (মুহাম্মদ : ১৯)

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ○

সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (আল-ইমরান : ১৫৯)

সুতরাং আয়াতদ্বয় থেকে প্রতিয়মান হয় যে, জীবিত মানুষের নিকট দোয়া চাওয়া যাবে। হাদীসে এসেছে কেউ হজ্জে গেলে রাসূল (ﷺ) তাকে বলতেন তোমার দোয়ায় আমাকে রেখো।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কি জীবিত কোন মানুষের সাহায্য চাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ যাবে। কোন ভাল কাজের জন্য সহযোগিতা চাওয়া যাবে।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ○

তোমরা একে অন্যকে নেক কাজে এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে, কিন্তু পাপ কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। (মায়েদা : ২)

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

যে ব্যক্তি কারো জন্যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য তাতে অংশ থাকবে। আর কেউ কোন মন্দকাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ থাকবে। (নিসা : ৮৫)

দুনিয়াবী কোন ব্যাপারে একে অন্যের সহযোগীতা নেওয়ার নির্দেশ আল্লাহ্ তায়ালা দান করেছেন।

প্রশ্নঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কোন জিনিসকে ওছিলা বানানো যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ যাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ ○

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার সান্নিধ্য অন্বেষণ কর এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। (মায়েদা- ৩৫)

ঈমান আনার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য পেতে পারি :

যেমন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ ○

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে।

সুতরাং ঈমানের মাধ্যমে যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে সে নিরাপদ।

একত্ববাদের দোয়ার দ্বারা নৈকট্য ওছীলা লাভ করা যায়।

فَنَادٰى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ○

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ○

অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন, হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, সমস্ত পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ফলে আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে বিপদ হতে উদ্ধার করলাম। (আম্বিয়া : ৮৭, ৮৮)

আল্লাহর আসমাউস সিফাত দ্বারা ওছীলা তালাশ করা :

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ○

আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নাম আছে। এগুলো দ্বারা তাঁর কাছে দোয়া কর। (আরাফ : ১৮০)

হাদীস ঃ রাসূল (ﷺ) আল্লাহর নাম সমূহ দ্বারা সাহায্য চাইতেন।

اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ —

আমি তোমার কাছে তোমার সমস্ত নামের ওছীলার সাহায্য চাচ্ছি।[৪৯]

নেক আমলকে ওছীলা বানানো যায়। বদ আমল ত্যাগের মাধ্যমে তাকে ওছীলা করা যায়। বুখারীর হাদীস থেকে এর দলিল গ্রহণ করা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ ৩ জন লোক এক সাথে রওনা হয়ে একটি গুহার কাছে পৌছায় এবং তারা ঐ গুহায় প্রবেশ করে। পাহাড়ের উপর থেকে একটি পাথর

[৪৯] (তিরমিযী হাসান)

পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তারা একে অন্যকে বলে কোন কিছু আমাদেরকে এ থেকে বাঁচাতে পারবে না, আমরা আল্লাহর জন্য যে ভাল কাজ করেছি তা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য চাইতে পারি। সুতরাং তাদের একজন বলল: হে আল্লাহ্! আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা আছে যাদের আগে দুধ পান না করানোর পূর্বে আমার স্ত্রী সন্তানদের পান করাতাম না। একদিন আমার ফিরতে দেরি হয়, ফলে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। আমি তাদের দুধ পান করাতে চাই। কিন্তু তারা ঘুমাচ্ছিল আমি আমার পরিবারকে দুধ পান করাতে পছন্দ করি নি তাদের পূর্বে। সুতরাং আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করি। তারপর তারা ঘুম থেকে উঠে এবং দুধ পান করে। হে আল্লাহ্, আমি আমার ঐ কাজ দ্বারা এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছি। সুতরাং পাথরটি কিছুটি সরে গেল কিন্তু তারা বাইরে আসতে পারল না।

নবী (ﷺ) বললেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ আমার একজন চাচাত বোন ছিল সে নির্জনে আমার সাথে ছিল এবং আমি তার সাথে যেনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে। অভাবের কারণে পরে সে আমার কাছে আসে এবং আামি তাকে ১২০ দিনার দেই এই শর্তে যে সে আমার ইচ্ছা পূরণ করবে এবং সে রাজী হয়। যখন আমি তার সাথে ইচ্ছা পূরণ করতে যাই সে বলে, এটা বৈধ নয় তোমার জন্য বিয়ে ছাড়া। সুতরাং আমি অনুভব করি তার সাথে যেনা করা পাপ এবং তাকে ছেড়ে দেই এবং দিনারগুলো তাকে দিয়ে দেই। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার ভয়ে তা করে থাকি তবে অনুগ্রহ করে আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিন। ফলে পাথরটি আরো সরে গেল। কিন্তু তাতেও তারা বেরোতে পারলা না। নবী (ﷺ) বলেন: তখন তৃতীয় ব্যক্তিটি বলল: হে আল্লাহ্! আমি কিছু শ্রমিক নিয়োগ করি এবং তাদের মজুরি ঠিক মতো দিয়ে দেই। একজন মজুর তার মজুরী না নিয়ে চলে যায়। আমি তার মজুরী ব্যবসায় লাগাই এবং প্রচুর লাভবান হই। কিছু দিন পরে সে আসল এবং আমাকে বলল, হে আল্লাহর দাস! আমার মজুরি দাও। আমি তাকে বললাম: উট, গরু, ভেড়া এবং চাকর এখানে যা দেখছো তা সবই তোমার। সে বলল, আমার সাথে ঠাট্টা করছ। বললামঃ আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। সুতরাং সে সব নিয়ে গেল। হে আল্লাহ্! যদি আমি তা তোমার সন্তুষ্টির

জন্য করি তবে এই কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও। সুতরাং পুরো পাথরটা সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে আসল।[৫০]

নবী (ﷺ) এর উপর দরূদ পড়াকে ওছীলা বানানো এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা কেও :

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা এবং তার প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

নেককার জীবিত লোকদের কাছে দোয়া চাওয়া :

এক অন্ধ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ) এর নিকট দোয়া চাইলে রাসূল (ﷺ) তার জন্য দোয়া করেন এবং তাকেও তার সাথে দোয়া করতে বলেন। আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন।

প্রশ্ন ঃ কালেমার অর্থ কী?

উত্তর ঃ কালেমার ২টি অংশ

১. নাই কোন ইলাহ لاإله

২. আল্লাহ ছাড়া إلا الله

১. প্রথম অংশ দ্বারা সমস্ত ভ্রান্ত মা'বুদকে অস্বীকার করতে আদেশ করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সুস্থ মস্তিস্কে চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে এই শপথ করা যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে বিধি-বিধান-দাতা হিসাবে মেনে নিলাম। কালেমার অর্থ মক্কার কাফেররা বুঝত। তার দলিল :

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ○

যখন তাদেরকে বলা হতো আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তখন তারা অহংকার করত এবং বলত আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সাফফাত : ৩৫)

أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ○

[৫০] (বুখারী)

সে (নবী (ﷺ)) কি বহু উপাস্যের স্থানে একজন মাত্র উপাস্য সাব্যস্ত করে দিয়েছে? (সাদ : ৫)

প্রশ্ন ঃ ইসলামের ফরয বিষয় কয়টি?

উত্তর ঃ

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة. على أن يوحد الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان. والحج" فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا. صيام رمضان والحج ـــ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন নবী করীম (ﷺ) বলেছেন ইসলাম ৫টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (১) আল্লাহর তাওহীদ (২) সালাত (৩) যাকাত (৪) রমাযানের সিয়াম পালন করা। (৫) হজ্জ করা। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ১৬)

এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আরো বিষয়কে ফরয বলে উল্লেখ করেছেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ○

যুদ্ধকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যদিও তোমরা তা অপছন্দ কর। (বাকারা : ২১৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ○

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে কিসাসের বিধান দেয়া হল। (বাকারা : ১৭৮)

প্রশ্ন ঃ ঈমানের স্তম্ভ কয়টি ঃ

উত্তর ঃ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ ○

বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকাজ হলো যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিস্তাদের উপর এবং সমস্ত কিতাবসমূহের উপর এবং নবী রাসূলগণের উপর। (বাকারা : ১৭৭)

كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ○

সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং তাঁর নবীদের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। (বাকারা : ২৮৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا ○

হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব যিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার প্রতি। আর যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলদেরকে এবং কিয়ামত দিবসকে সে পথ ভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে। (নিসা : ১৩৬)

হাদীস ঃ

الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره —

ঈমান হলোঃ তুমি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আরো বিশ্বাস রাখবে ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি।[৫১]

প্রশ্ন ঃ শিরক করলে কি জান্নাতে যেতে পারবে?

উত্তর ঃ না, যেতে পারবে না। জাহান্নাম অবধারিত। দলিল :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا ○

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। (নিসা : ৪৮, ১১৬)

---

[৫১] (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (আনআম : ৮২)

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

তারা যদি শিরক করত তবে অবশ্যই তাদের কৃত কর্ম বিফল হতো (আনআম : ৮৭)

(এ আয়াতে তারা বলতে ১৭ জন নবীকে শিরক থেকে সাবধান করা হয়েছে। আনআম ৮৩-৮৬ নং আয়াতে তাদের নাম উল্লেখ আছে)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ○

আর হে রাসূল! আপনার প্রতি এবং পূর্ববর্তী নবীদের প্রতিও অবশ্যই এ কথা ওহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর তবে তোমার কর্ম অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত দের শামিল। (যুমার : ৬৫)

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

তবে কেবল সেই মুক্তি পাবে যে আল্লাহর কাছে পবিত্র বিশুদ্ধ (শিরক মুক্ত) আত্মা নিবে উপস্থিত হবে। (শু'আরা ৮৯)

وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ○

নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। (মায়িদা : ৭২)

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○

আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়ল। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ; অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (আল হাজ্জ : ৩১)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন হে আমার ছেলে! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশিদার স্থাপন করবে না। কেননা শিরক হল সবচেয়ে বড় জুলুম অর্থাৎ শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।

(লোকমান : ১৩)

مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

হাদীস ঃ যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মারা যায় সে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করল। (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ শিরকের প্রকারভেদ আছে কি?

উত্তর ঃ শিরক ২ প্রকার। বড় শিরক ও ছোট শিরক।

বড় শিরকসমূহ ঃ

১. আলেমদের আনুগত্যের মাধ্যমে

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ○

তারা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করেছে আল্লাহকে ছেড়ে। (তওবা : ৩১)

২. ভালবাসার মাধ্যমে :

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

মানুষের মধ্যে অনেকে আছে যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নেয় এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে এবং যারা ঈমানদার আল্লাহর জন্যই তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী।

(বাকারা : ১৬৫)

৩. আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর মাধ্যমে;

আল্লাহর ওলীরা ও নবীগণ গায়েব জানে এটা বলা শিরক।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ○

এবং তাঁর নিকটেই গায়েবের চাবিকাঠিসমূহ আছে, তা তিনি ছাড়া কেউ জানেনা। (আনআম: ৫৯)

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ ○

বলুন! আসমান ও জমিনের গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। (নামল : ৬৫)

৪. বাপ-দাদার অনুসরণের মাধ্যমে :

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ○

আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা তা অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তখন তারা বলে; না, বরং আমরা আমাদের বাপ দাদাদের যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব়বো। (বাকারা : ১৭০)

৫. অধিকাংশ লোকের অনুসরণের মাধ্যমে :

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ○

আর আপনি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপদগামী করে দেবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং মনগড়া কথা বলে। (আনআম : ১১৬)

৬. পৃথিবীর পরিচালনার দায়িত্ব আউলিয়াদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এই ধারণা পোষণের মাধ্যমে :

وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ○

এবং যদি প্রশ্ন কর সমস্ত কাজ কে পরিচালনা করেন; তখন তারা সাথে সাথে উত্তর দেবে, আল্লাহ। (ইউনুস : ৩১)

৭. ইসলাম বিরোধী বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী বিধান দেয় না তারাই কাফের। (মায়িদাহ : ৪৪)

৮. দোয়ার মাধ্যমে ঃ আল্লাহ ছাড়া বিপদে কাউকে ডাকা, রিযিকের জন্য কাউকে ডাকা, রোগ মুক্তির জন্য কাউকে ডাকা।

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ○

তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেক না, যে না তোমার উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে; যদি তা কর তবে তুমি নিশ্চয়ই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (ইউনুস : ১০৬)

ছোট শিরকঃ .

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○

আর যে তার রবের সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (কাহাফ : ১১০)

১. রিয়া বা লোক দেখানো। কেউ যদি সুন্দর করে আমল করে ও সালাত পড়ে এই নিয়তে যে লোকে তার প্রশংসা করবে তবে তা রিয়া। যা শিরকে রূপ নিবে।

হাদীস ঃ

اِنَّ اَخْوَفَ مَااَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ ○

আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে যার বেশী ভয় পাই তা হল ছোট শিরক।[৫২]

২. গোপন শিরক : ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই প্রকার শিরকের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন কেউ কার উদ্দেশ্যে বলে যদি না আল্লাহ থাকত এবং অমুক ব্যক্তি না থাকত, তবে শিরক হবে।

হাদীস ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

وَلَاتَقُوْلُوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ ○

তোমরা এভাবে বল না, যা আল্লাহ চান এবং অমুক চায়। কিন্তু বল যা আল্লাহ চান তারপর অমুকে চায়।[৫৩]

প্রশ্ন ঃ শিরক থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর ঃ পূর্বে উল্লেখিত শিরকের বিষয়গুলো জানা ও মেনে চলা। আর রাসূলগণ (সাঃ) যে দোয়া শিখিয়েছেন শিরক থেকে বাঁচার জন্য তা সব সময় পাঠ করা। দোয়া ঃ

---

[৫২] (সহীহ আহমদ)

[৫৩] (ছহীহ আহমদ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَ لَااَعْلَمُ ○

ইয়া আল্লাহ! আমি জেনে শুনে যে শিরক করি তা থেকে আমি তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। না জেনে যে শিরক করি তা থেকেও মাফ চাই।

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ লোক ঈমান আনার পর মুশরিক কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُوْنَ ○

তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না, তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করে। (ইউসুফ : ১০৬) আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে ঈমান (বিশ্বাস) আনতে বলেছেন তার কোন একটি বাদ গেলে শিরক হয়। ফলে ঈমান আনার পরও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদিও তারা তা অনুধাবন করতে পারে না। প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়- মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যেসব ক্ষেত্রে তা হলো :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ○

১. আপনি বলুন! কে তোমাদেরকে রিযিক দান করেন আসমান ও জমিন থেকে, অথবা তিনি কে যাঁর কর্তৃত্বাধীন শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি এবং কে বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে, আর কে বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। (ইউনুস-৩১)

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ○

বলুন! এ পৃথিবী এবং যা এতে আছে তা কার? বল যদি তোমরা জান।

তারা উত্তরে অবশ্যই বলবে, আল্লাহর (মুমিনুন : ৮৪, ৮৫)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ○

বলুন! কে মালিক ৭ আসমানের এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে এ সবই আল্লাহর। (মুমিনুন : ৮৬-৮৭)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ○

বলুন! তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব। যিনি আশ্রয় দেন এবং যার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। (মুমিনুন : ৮৮-৮৯)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ○

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং কে নিয়ন্ত্রণ করেন সূর্য ও চন্দ্রকে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। (আনকাবুত : ৬১)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ○

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। (আনকাবুত : ৬৩)

এ রকম স্বীকারোক্তির পরও মক্কার মুশরিকরা মুসলিম হতে পারে নি। কারণ তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গিয়ে মাধ্যম বা সুপারিশকারী ধরেছিল আল্লাহকে বাদ দিয়ে। দলিলঃ

أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ○

জেনে রেখ! নিষ্ঠাপূর্ণ বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তো এদের পূজা এজন্য করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়ে দেবে। (যুমার : ৩)

তাহলে মুসলিম পরিচয়ে যারা পীর, দরবেশ, আউলিয়ার কবরে গিয়ে সাহায্য চাচ্ছে :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

তোমাদের ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

(ফাতেহা : ৫)

যারা মুসলিম দাবীদার তারা যদি মাধ্যম বা সুপারিশকারী হিসাবে পীর দরবেশ, আউলিয়াদের কাছে সাহায্য চায়, মাজারে নযর মানত করে ও তাওয়াফ করে তবে তারাও ঈমান আনার পরে মুশরিক ১০৬ নং আয়াত অনুযায়ী। আল্লাহর নিকট মুসলিম নয়, মুশরিক হিসাবে চিহ্নিত হবে।

প্রশ্ন ঃ মুসলিমরা কি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবে?

উত্তর ঃ না, পারবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ ○

মুমিনরা যেন কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে মুমিনদের বন্ধুত্ব ছেড়ে। যে কেউ এ রূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। (আল ইমরান : ২৮)

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ○

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন হবে। (মায়িদাহ : ৫১)

কাফেরদের সাথে যে বন্ধুত্ব করবে সে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হবে। যেহেতু আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং কাফেরদের একজন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

রাসূল (ﷺ) বলেন : নিশ্চয়ই আমার বংশের অমুক অমুক আমার বন্ধু নয়।[৫৪]

প্রশ্ন ঃ মুসলিমদের বিচার ব্যবস্থা কী দ্বারা পরিচালিত হবে?

উত্তর ঃ কোরআন দ্বারা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ○

[৫৪] (বুখারী ও মুসলিম)

আর আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী। (মায়িদাহ : ৪৯)

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ○

আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার অধিকার নাই। (ইউসুফ : ৪০)

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ○

জেন রেখ! তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদান করা। (আরাফ : ৫৪)

প্রশ্ন ঃ কোরআন কেন পড়ব?

উত্তর ঃ আমরা এ জন্য কোরআন পাঠ করি যাতে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে পারি।

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا اٰيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ○

আমি আপনার নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা বরকতময় যাতে করে মানুষেরা তার আয়াতসমূহকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। আর এটা স্মরণ করে একমাত্র যারা বুদ্ধিমান। (ছোয়াদ : ২৯)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ○

আমি পাঠিয়েছি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষায় যেন সে স্পষ্টভাবে তাদের কাছে বর্ণনা করতে পারে। (ইব্রাহীম : ৪ ঃ)

অর্থাৎ কোরআন নিজের ভাষায় পড়ে বুঝতে হবে এবং আমল করতে হবে। কারণ কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُوْنَ ○

আর এ কোরআন আপনার ও আপনার কওমের জন্য নিঃসন্দেহে সম্মানের বস্তু। আর আপনাদের সবাইকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। (যুখরুফ : ৪৪ ঃ)

হাদীস ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমরা কোরআনের ১০টি আয়াত শিখতাম আর এর বাইরে যেতাম না (এর বেশী আয়াত শিখতাম

না) যতক্ষণ না সেগুলো অনুধাবন করতাম ও সেগুলোর উপর আমল করতাম। এর সদৃশ হাদীস।[৫৫]

প্রশ্ন ঃ মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে নবী (ﷺ) এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ না। এটা বিদআত, নব উদ্ভাবিত কাজ। কারণ কোরআন ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। সাহাবীগণও কেউ এরকম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নাসারারা যেমন ঈসা (আঃ) এর জন্ম বার্ষিকী বা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে, মুসলমানরা তেমনি রাসূল (ﷺ) জন্মদিন পালন করে। রাসূল (ﷺ) -এর বাণীতে এর বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি বলেন ঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ○

যে লোক অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫৬]

রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَاتُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ○

আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন নাসারারা মরিয়ামের পুত্র ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে।[৫৭]

মিলাদের প্রথা প্রথম চালু হয় সিরিয়ায় সপ্তম শতাব্দীতে। পরে তা মিশরে ছড়িয়ে যায়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই চালু হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল (ﷺ) এর নামে মিথ্যা হাদীস প্রচার করলে তার পরিণতি কী?

উত্তর ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ○

---

[55] (নাসাঈ সহীহ আলজামী ১৭৭৩ এবং ২৩১৬ তে আলবানী দ্বারা এবং মিশকাত আল মাসাবীহ ২৫৯ তে এই হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে)

[৫৬] (সহীহ আবু দাউদ)

[৫৭] (সহীহ আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়।[৫৮]

قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ ○

আলী (রাঃ) বলেন নবী (সাঃ) বলেছেন আমার প্রতি মিথ্যারোপ কর না, কারণ যে আমার নামে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৫৯]

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ○ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ○

সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার দিকে এমন কোন কথা সম্বন্ধযুক্ত করেছে, যা আমি বলিনি সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।[৬০]

প্রশ্ন ঃ কদর বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান কিভাবে আনতে হবে?

উত্তর ঃ কদর বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের ৬টি স্তম্ভের ১টি স্তম্ভ। এ সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার থাকা জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

তুমি কি জান না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে নিশ্চয়ই ইহা কিতাবে লিখিত আছে। আর নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর নিকট সহজ। (আল হাজ্জ-৭০)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। (কামার : ৪৯ঃ)

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ○

আমরা কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। (আনআম : ৩৮ঃ)

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ○

[৫৮] (বুখারী, মুসলিম)
[৫৯] (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৪)
[৬০] (সহীহ বুখারী ১০৭ নং হাদীস)

আল্লাহ যিনি জগত সমূহের প্রভু তিনি যা ইচ্ছা করেন তার বাইরে তোমরা কোন কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (তাকভীর : ২৯)

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ○

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর অভিভাবক। (যুমার : ৬২)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○

আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। (সাফফাত : ৯৬ঃ)

হাদীস ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে রয়েছে। এমনকি অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাও।[৬১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬২]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে বলেন যে ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহ এবং তুমি যা চেয়েছো- তুমি কি আমাকে সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং তিনি একাই যা চেয়েছেন। (ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল আবিস্কারক ও তার আবিস্কারকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৩]

আলোচনা থেকে বোঝা যায় কদর বা ভাগ্য আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তিনি সব জানেন, তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি সৃষ্টি করেন।

প্রশ্ন ঃ বিদআ'ত কী এবং বিদআ'তের পরিণতি কী?

উত্তর ঃ বিদআ'ত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে আবিস্কার করা বা তৈরী করা। শরীয়তের পরিভাষায় বিদআ'ত শব্দের অর্থ হল দ্বীনের মধ্যে ছাওয়াবের আশায় কোন নতুন সৃষ্টি করা।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِيَاكُمْ وَالْاُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ○

---

[৬১] (মুসলিম)
[৬২] (মুসলিম)
[৬৩] (বুখারী)

ইরবায ইবনু সারিয়া (رضي الله عنه) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দ্বীনে নব আবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে বাঁচো, কেননা প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।[৬৪]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ○

জাবের (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : হামদ ও ছানা তথা আল্লাহর প্রশংসার পরে মনে রাখবে- সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব আর নিয়ম পদ্ধতি হল মুহাম্মদ (ﷺ) এর নিয়ম পদ্ধতি। আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হল দ্বীনে নতুন নতুন কথা আবিস্কার আর প্রত্যেক আবিস্কারই গুমরাহী।[৬৫]

রাসূল (ﷺ) বলেন যারা আমাদের হুকুম সমূহের মধ্যে নতুন কোন জিনিস প্রবর্তন করবে যা আমাদের দ্বারা প্রবর্তিত নয় তা বাতিল।

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَرَدٌّ ○ [٦٦]

বিদআত কাজ শুরু হলে সুন্নাহ বিলুপ্ত হতে থাকে। পিপীলিকা যেমন মিষ্টি দ্রব্য ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে, বিদআতও ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে দ্বীনকে শেষ করে দেয়। একারণে শয়তানের কাছে পাপ কাজের তুলনায় বিদআতই বেশী পছন্দের কাজ। কারণ মানুষ আনন্দের সাথে বিদআত কাজ করে নেকীর আশায়।

প্রশ্নঃ প্রচলিত বিদআত কাজ গুলো কি কি ?

উত্তরঃ

১। কবর পাকা করা, গম্বুজ তৈরী, কবরকে কেন্দ্র করে ইসালে সওয়াব, ওরস করা।

২। কবর কেন্দ্রিক মসজিদ নির্মাণ করা।

৩। মৃৎ ব্যক্তির কাছে চাওয়া।

---

[৬৪] (সহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ হাদীস-৪০)

[৬৫] (মুসলিম : হাদীস ৮৬৭)

[৬৬] (বুখারী মুসলিম)

৪। পীরের অন্ধ অনুকরণ।

৫। ওসিলা ধরে দোয়া করা।

৬। মীলাদ মাহফিল করা ও নবী (ﷺ)-কে হাজির মনে করা।

৭। শবে বরাত পালন করা।

৮। শবে মেরাজ পালন করা।

৯। মৃত ব্যক্তির ছুটে যাওয়া সালাতের কাফফারা প্রদান করা।

১০। মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট দিনে খাওয়ার ও দোয়ার আয়োজন করা।

১১। ইসালে ছওয়াবে অনুষ্ঠান করা।

১২। মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্য খতমে কোরআন অনুষ্ঠান করা।

১৩। উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা।

১৪। হালকায়ে জিকির করা।

১৫। পীরের মুরীদ হওয়া।

১৬। সালাতের পূর্বে মুখে নিয়ত করা।

১৭। পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুপ ব্যবহার করা এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় হাঁটাহাঁটি করা।

১৮। জোরে কাশি দেয়া, হেলা দুলা করা।

১৯। ৩ চিল্লা বা ৭ চিল্লা দিলে হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস রাখা।

২০। ১৩০ ফরয বিশ্বাস করা।

২১। খতমে ইউনুস অনুষ্ঠান করা।

২২। মোজা পরা অবস্থায় মাসাহ্ না করে মোজা খুলে পা ধোয়া।

২৩। ফরয নামাজের পর সমবেত মোনাজাত করা।

২৪। কোরআন তেলাওয়াতের জন্য অযু করা।

২৫। মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত করা।

২৬। ইলমে তাসাউফে বিশ্বাস।

২৭। জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।

২৮। কোরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়তে নিষেধ করা।

২৯। রাফাইয়াদাইনকে আহলে হাদীসের নিয়ম মনে করা।

৩০। পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পদ্ধতি আলাদা গণ্য করা।

৩১। জামাত শুরু হলে সুন্নাত পড়া।

প্রশ্ন ঃ রাসূল (ﷺ) কে কি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বলা যাবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, রাসূলকে মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ ○

আর আমি তো কত নবীকে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি।

(বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)

فَضَّلْتَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ ○

আমি ছয়টি বৈশিষ্ট্যে সকল নবীদের উপর প্রাধান্য পেয়েছি। (মুসলিম)

নবী (ﷺ) বলেন : কিয়ামত দিবসে আমি হব আদম সন্তানের সরদার। আমারই হাতে হামদের পতাকা থাকবে। তা কোন গর্বের বিষয় নয়। কিয়ামত দিবসে আদম (আঃ)সহ সকল নবীই আমার পতাকার অধীনে থাকবেন।[৬৭]

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ○

এ রাসূলগণের কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (বাকারা ২৫৩)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا ○

আর তখন কী অবস্থা হবে যখন আমি উপস্থিত করব প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী এবং আপনাকে তাদের উপর উপস্থিত করব সাক্ষীরূপে। (নিসা : ৪১)

রাসূল (ﷺ) কে মাকামে মাহমুদের অধিকারী করা হয়েছে। হাউজে কাউ সারের অধিকারী করা হয়েছে। হামদের (প্রশংসার) পতাকার অধিকারী করা হয়েছে। সুপারিশের অধিকারী করা হয়েছে। জান্নাতের ওয়াসিলা নামক স্থানের অধিকারী করা হয়েছে। জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করবে তখন রাসূল (ﷺ) কে ডাকা হবে জান্নাতের দরজা খোলার জন্য। সহীহ হাদীসে এ প্রত্যেকটির বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

[৬৭] (তিরমিযী ও আহমদ)

প্রশ্ন ঃ জিহাদ কত প্রকার?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদ ৪ প্রকার।

১. নাফসের সাথে।

২. শয়তানের সাথে।

৩. কাফিরের সাথে।

৪. মুনাফিকের সাথে।

উল্লেখ্য যে, 'নাফসের জিহাদ হচ্ছে বড় জিহাদ', এ জাতীয় কথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে যা সহীহ কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন ঃ মুহাম্মদ (ﷺ) এর উম্মতের দলের সংখ্যা কত হবে?

উত্তর ঃ ৭৩ তিহাত্তর। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) বলেন :

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى اَوْ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارٰى إِحْدَى اَوْ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ○

ইহুদিরা একাত্তর বা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে, নাসারাও একাত্তর বা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর ভাগে।[৬৮]

এ সংক্রান্ত আরো বর্ণনা সহীহ হাদীসে রয়েছে।

কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا ○

তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু কে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। (বাকারা-১০৩)

প্রশ্ন ঃ উম্মতে মুহাম্মাদীর ভ্রান্ত ফেরকাগুলো কী?

উত্তর ঃ খারেজী, রাফেজী, মুতাজিলা, শিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া, রেফায়ী, শিখা রাওয়াফেয, কাদরীয়া, জাবরিয়া, তাতারী, আশারী, মাদুরী ইত্যাদি।

---

[৬৮] (তিরমিযী/তুহফাহ ৭/৩৯৭-৩৯৮ আবু দাউদ/ আউনুল মা'বুদ ১২/৩৪০, ইবনে মাজাহ ২/১৩২১)

প্রশ্ন ঃ কিয়ামতের আলামত কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ কিয়ামতের আলামত ২ প্রকার।

ছোট আলামত। যা রাসূল (ﷺ)'র আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এর সমাপ্তি ঘটবে বড় আলামতগুলো শুরুর মাধ্যমে। তা হলো ইমাম মাহ্দীর আগমনের মাধ্যমে।

বড় আলামত : হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি বলেন :

কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না দশটি বড় বড় আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ, ইয়াজুজ মা'জুজ, তিন প্রকারের ভূমি ধস; পূর্ব দিকে ভূমি ধস; আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস; পশ্চিম দিকে ভূমি ধস। সর্বশেষ নির্দশনটি হচ্ছে ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে।[৬৯]

কিয়ামতের ১টি বড় আলামত দেখা দিলে অপরগুলো দ্রুত সংঘটিত হবে। যেমন মুক্তার হার ছিঁড়ে গেলে একটি দানার পরপরই আরেকটি দানা ছিটকে পড়ে। আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) বলেন :

خُرُوْجُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى إِثْرِبَعْضٍ يَتَّتَا بَعْنَ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرْزُ فِى النِّظَامِ ○

কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো একটার পর আরেকটা এমনভাবে সংঘটিত হবে যেমন হীরা জাওয়াহিরের হার ছিঁড়ে গেলে একটির পর আরেকটি দানা খুব, দ্রুত ছিটকে পড়ে।[৭০]

এ সম্পর্কিত আরো একটি হাদিস রয়েছে যা আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন।[৭১]

প্রশ্ন ঃ অহংকারীকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে ?

উত্তর ঃ অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সত্য বিমুখ বলেছেন।

---

[৬৯] (মুসলিম ২৯০১)

[৭০] ('মাজমা' উযযাওয়ায়িদ্ ঃ ৭/৩৩১)।

[৭১] (আহমদ ১২/৬-৭)

فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

সুতরাং যারা আখেরাতে ইমান আনে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী। (নাহলে ২২)
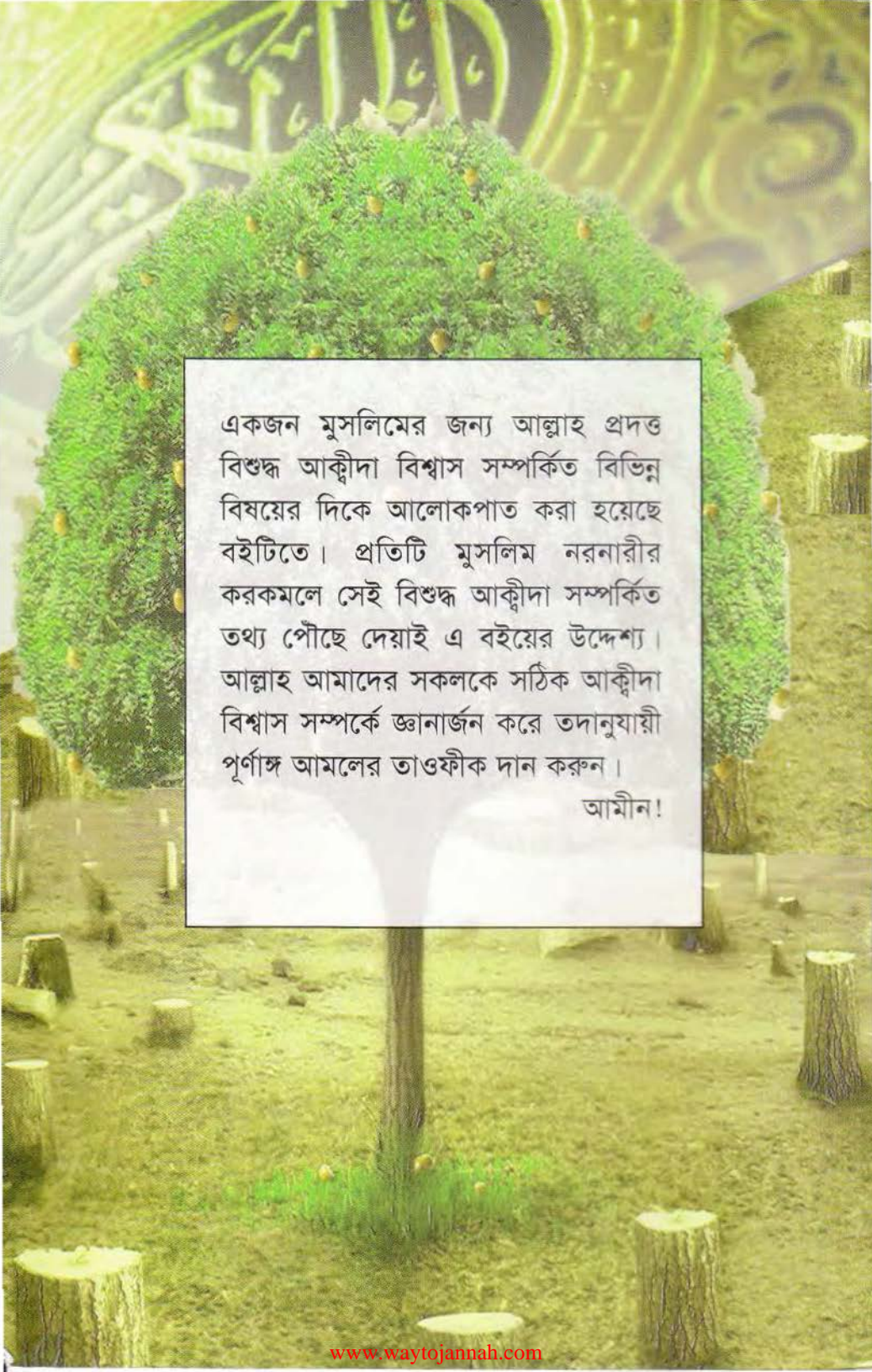
হাদীস ঃ রাসূল (ﷺ) বলেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ثُمَّ قَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ○

অর্থ ঃ যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তার পর বললেন- অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে নিকৃষ্ট চোখে দেখা।[৭২]

---

[৭২] (মুসলিম)

একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে বইটিতে। প্রতিটি মুসলিম নরনারীর করকমলে সেই বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছে দেয়াই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক আক্বীদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে তদানুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আমলের তাওফীক দান করুন।
আমীন!